শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রয়োজন

বি এম শহীদুল ইসলাম
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনেকেই বলে থাকেন, ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড’। কিন্তু আমার মতে, এটি প্রকৃত সত্য নয়। যে কোনো শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড হতে পারে না। আসল কথা হচ্ছেÑ ‘সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড’। এ সত্যটি সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। মানুষের সততা, নৈতিকতা, দেশপ্রেমবোধ, পরোপকার এবং আদর্শ চরিত্রবান মানুষ হওয়ার মূলভিত্তি হচ্ছে সুশিক্ষা।

উন্নত জাতি গঠন, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য গুণগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষকই শিক্ষাঙ্গনে ইতিবাচক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে তৈরি করেন। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের উন্নয়ন ও সামর্থ্যবান করে গড়ে তোলা ছাড়া দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হলে মানসম্মত শিক্ষা ও উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ঘাটতি নেই। বরং পর্যাপ্ত পরিমাণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঘাটতি শুধু গুণগত বা মানসম্মত শিক্ষার। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে সম্মানিত শিক্ষকগণকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হতে হবে। শিক্ষার মান উন্নত করতে শিক্ষকের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সচেতন করার দায়িত্বও শিক্ষকদের। শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষককে আন্তরিক হতে হবে। শিক্ষককে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও দরদভরা মন নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষককেই সমাজের পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে নিয়মিত ও যথাযথ পাঠদান ও শিক্ষাদানের সক্ষমতা, কৌশল ও নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করবে শিক্ষার গুণগত মান ও মানসম্মত শিক্ষা উপহার দেওয়া।

যে কোনো দেশকে উন্নয়নের আদর্শে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষায় যে জাতি যত উন্নত উন্নয়নে তারা ততই অগ্রগামী। তাই শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের নিয়মিত, সুষ্ঠু, উন্নত ও পাঠদানে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। শ্রেণিকক্ষে আধুনিক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আধুনিকতায় গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের দক্ষতা ও যোগ্যতা। যথাযথ ও নিয়মিত পাঠদান এবং শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের জন্য বড় পাওনা। আর শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা শিক্ষকদের বড় সন্তুষ্টি, সাফল্য ও কৃতিত্ব, যা অন্য কোনো পেশায় নেই। শিক্ষকতা অন্যান্য পেশার রোল মডেল। একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষাদানের কারিগর নন, সমাজ ও জাতি গঠনের উপযুক্ত কারিগরও বটে। তাই সুন্দর ও সুস্থ দেশ গড়ার জন্য চাই আদর্শ শিক্ষক। উল্লেখ্য, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রশাসন, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ও কারিকুলামের ওপর নির্ভর করে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তথ্য-উপাত্তসহ মানসম্মত পাঠদানের অভিনবত্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষার গুণগত মান। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাদের সদিচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি ও আন্তরিকতাই যথেষ্ট। একজন শিক্ষকের জীবনাদর্শ হবে দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য উদ্ভাসিত আলোকশিখা। শিক্ষকদের স্বশাসিত হতে হবে। তাড়িত হতে হবে বিবেক দ্বারা। শিক্ষার্থীদের আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনে চমৎকার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, বিশ্লেষণী শক্তি, প্রজ্ঞাবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন হতে হবে শিক্ষকদের।

শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি অভিভাবক অন্তত সপ্তাহে এক দিন শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে ছাত্রদের বিষয়ে জানতে চাইবেন। শুধু নিজের সন্তানকে সন্তান মনে করলে চলবে না, বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সন্তানকে সমান চোখে দেখা উচিত। নিজের সন্তানকে তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি অন্যের সন্তানকেও জানতে হবে। শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আপনার সন্তানের পরোক্ষভাবে উপকার হবে। নিজের সন্তানকে শুধু সন্তান মনে করে আমরা একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে গেছি। কেন আমার সন্তানের রোল ১ হলো না, আমার সন্তান কেন এ+ পেল নাÑ এসব মানসিকতা থেকে অভিভাবকদের বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ এতে শিক্ষকরা কিছুটা বিড়ম্বনার শিকার হন। তবে এ ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকদের কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে এ লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে সরে আসাই উত্তম।

শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই পড়ার মধ্যে পাসের সীমাবদ্ধ না রেখে ভদ্রতা, বিনয়, মূল্যবোধ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার দীক্ষা অবশ্যই আমাদের শিক্ষকদের দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষক কোনো নির্দিষ্ট স্কুল-কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, তিনি সমাজেরও একজন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষানির্ভরতা কমিয়ে মানসিক চাপমুক্ত করতে সহায়তা করা শিক্ষকের একান্ত দায়িত্ব। পরীক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা হারাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরেই ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম, পরোপকারিতা ও ন্যায়পরায়ণতা শেখানো উচিত। আরেকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পরীক্ষার ক্ষেত্রে বারবার নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে বা নিয়ম চালু হলে, কারিকুলাম পরিবর্তন হলে তাতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সরকারকে এ বিষয়টি বিবেচনা করে কাজ করা উচিত। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর ভূমিকার ব্যাপারে, লেখাপড়ার বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা গেলে তা অবশ্যই শিক্ষকদের জানাতে হবে। দুর্বল শিক্ষার্থী বন্ধুদের প্রতি কখনও খারাপ আচরণ করা যাবে না। তারা যাতে ভালো হয় সেদিকে সাহায্য করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যাতে সুবিধামতো পড়াতে পারেন সে বিষয়ে শিক্ষককে সহযোগিতা করতে হবে। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন ক্লাসে সম্পন্ন করতে হবে। এমনভাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। অনেক সময় মা-বাবার প্রশ্রয়ের কারণে সন্তান অমানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে শিক্ষকদের কিছুই করার থাকে না।

আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষা বিষয়ে প্রতিবার বেশি বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকদের কোমলমতি মন নিয়ে ভালোবাসা দিয়ে যত্নসহকারে পড়াতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের শিক্ষকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সব কিছু মিলিয়ে প্রশাসনিক দিক থেকে তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজালে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আজকের শিশুদের কেউ হবে শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইসলামী দার্শনিক। তৈরি হবে শিক্ষাঙ্গনেই। তাই তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশসাধন খুবই জরুরি। শিক্ষাঙ্গনের শ্রেণিকক্ষই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির ক্ষেত্র। বর্তমান সমাজের প্রয়োজনীয় চাহিদা ও ভবিষ্যৎ সমাজের সম্ভাব্য চিত্র সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হতে হবে। উত্তম শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। আর এই পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততাই গড়ে দিতে পারে গুণগত শিক্ষার মজবুত ভিত্তি। শিক্ষাকে গুণগত মানের দিক থেকে উন্নত করতে পারলেই জাতীয় জীবনে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা সহজ হবে।

আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা, সামাজিক মূল্যবোধ, পরিশীলিত চিন্তা ও দেশপ্রেমবোধ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলে দেশ ও জাতি সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং দেশ উন্নয়নের এক উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

ড. বি এম শহীদুল ইসলাম : গবেষক ও কলামিস্ট